ইউআরসি কী ও কেন?

পটভূমি:

উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি) প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় এক নতুন অবকাঠামোগত সংযোজন। ইউআরসি উপজেলা/থানা পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি কারিগরি ও পেশাগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান-উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (১৯৯৭-২০০৪)-এর আওতায় 'আইডিয়াল'ও 'নরওয়ে সাহায্যপুষ্ট প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন'শীর্ষক প্রকল্প দুটির অর্থায়নে দেশের ৪৮১টি থানা/উপজেলায় ইউআরসি স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১১-২০১৬)-এর শুরুতেই অবশিষ্ট ২৪টি থানা/উপজেলায় ইউআরসি কার্যক্রম সচল করা হয় এবং বর্তমানে ৫০৫টি উপজেলা/থানায় ইউআরসির কার্যক্রম বিস্তৃত। মূলত যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যক্রমের উৎকর্ষসাধনই ইউআরসি প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য। ফলতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধিকরণ, বিভন্ন ধরনের শিখন-শেখানো উপকরণ ও প্রশিক্ষণকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। পিটিআই-কেন্দ্রিক সি-ইন-এড সমাপ্তির পর প্রাথমিক শিক্ষকদের স্থানীয় পর্যায়ে আর কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ ছিল না। অথচ শিক্ষণ কাজ একটি জীবনব্যাপী সাধনা ও অনুশীলনের কাজ। শিক্ষকদের এ অব্যাহত প্রশিক্ষণ-সুযোগ সৃষ্টির জন্য ইউআরসি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য বেসিক-ইন-সার্ভিস, বিষয়ভিত্তিক (বাংলা, গণিত, ইংরেজি, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান), উপকরণ উন্নয়ন, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, শ্রেণিকক্ষে মানোন্নয়ন, আইসিটি ইন এডুকেশন, সুস্বাস্থ্যে শিক্ষা, শিখবে প্রতিটি শিশু বিষয়ক প্রশিক্ষণ; প্রধান শিক্ষকদের জন্য বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও একাডেমিক সুপারভিশন, একীভূত শিক্ষা; এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন ও পরিচালনা করে আসছে।

ইউআরসি প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা:

প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা সরাসরি, নিয়মিত এবং তাৎক্ষণিক ক্রমোন্নয়নের লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে ঘনিষ্ট বা নিকটস্থ আর প্রতিষ্ঠান নেই।

বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের চাহিদা মেটাবার জন্য উপজেলা পর্যায়ে স্বল্পমেয়াদী চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ দেবার জন্য একটি কেন্দ্রের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে অনুভূত হয়। ইউআরসি এই ঘাটতি পূরণে কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সম্পদের (মানব সম্পদসহ) ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা, যেটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মঙ্গলার্থে স্থানীয় সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

যেকোনো পদ্ধতি উন্নয়নে তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এবং বাস্তব সুযোগ সুবিধার মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন একান্ত প্রয়োজন। ইউআরসি স্থানীয় চাহিদা মেটাতে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারবে।

শিক্ষার মান সম্পর্কে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন স্থানীয় পর্যায়ে করতে পারলে বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব। ইউআরসি'র মাধ্যমে এ ধরনের প্রাতিষ্ঠনিক ব্যবস্থাপনা উন্নীত করা সম্ভব।

কেন্দ্রীভূত প্রশিক্ষণ পদ্ধতির বিকেন্দ্রীকরণ করে ইউআরসির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা যায়। স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ, প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, উপকরণ উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত করলে অর্থ ও সময় উভয়েরই সাশ্রয় হবে। এতে শিক্ষক এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পেশাগত উন্নয়ন অধিকতর বৃদ্ধি পাবে।

ইউআরসি শিক্ষক, সামাজিক নেতৃবৃন্দ তথা সুশীল সমাজ এবং প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে এক কাতারে এনে শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে চিন্তাভাবনা করতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশে ইউআরসি প্রাথমিক শিক্ষকগণের জন্য পেশাগত সহায়তা কেন্দ্র। শিক্ষকদের অতি নিকটে এর অবস্থান। শিক্ষকদের চিহ্নিত সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করাই এর কাজ। এটা শিক্ষকদের স্ব-প্রচেষ্টায় ক্রমোন্নয়নের সুযোগ এনে দেবে।

ইউআরসি'র কর্মপরিধি:

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বিভিন্ন প্রকল্প অথবা স্থানীয়ভাবে আয়োজিত প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশন ও সেমিনার আয়োজনের কেন্দ্র হিসেবে কার্য সম্পাদন করা।

প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষার সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের জন্য উপকরণ উন্নয়ন, প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও আয়োজন করা।

শিখন সহায়ক উপকরণ প্রস্তুত ও সংরক্ষণ পূর্বক এগুলো শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ উপকরণের উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন করা। পাঠদান সম্পর্কিত তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের ফলাফল ও এর প্রভাবের ওপর ভিত্তি করেই ইউআরসি এই কাজগুলো করবে।

সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।

শিক্ষকদের চাহিদা নিরূপণের জন্য শিক্ষক প্রোফাইল সহ বিদ্যালয়ের মান সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা।

প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বই পুস্তক, ম্যাগাজিন ও সাময়িকী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পূর্বক এসবের যথার্থ ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণ। স্থানীয়ভাবে তথ্য সরবরাহের জন্য সংবাদপত্র তথ্যপুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার করা।

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনা করা।

ইউআরসি'র কার্যাবলি (পরিপত্র ২০০৬ অনুযায়ী):

১. প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন, তৈরী, ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা।

২. প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৩. শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় সঠিক পদ্ধতি ও বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগে সহায়তা করা।

৪. শ্রেণিকক্ষে সি-ইন-এড/ডিপিএড প্রশিক্ষণের যথাযথ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।

৫. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৬. সাব-ক্লাষ্টার প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা ।

৭. প্রশিক্ষণ শ্রেণিকক্ষে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং অনুস্মারক (Follow-up)/সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৮. পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণের চাহিদা শনাক্তকরণ, উপকরণ সংগ্রহ, তৈরী, ব্যবহার ও সংরক্ষণের ওপর কর্মশালার ব্যবস্থা করা।

৯. উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ তৈরী ও সংরক্ষণ করা।

১০. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকযোগ্যতার প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা।

১১. Action Research/Longitudinal Study সম্পন্ন করা।

১২. বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও বিষয়ভিত্তিক পাঠসংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণের ওপর শিক্ষাবর্ষের শুরুতে প্রদর্শনীর আয়োজন করা।